তারিখ ... 01 FEB 2015
পৃষ্ঠা – ৭ কলাম ৮

দৈনিক
ইত্তেফাক

প্রাণের মেলা অমর একুশে গ্রন্থমেলা আজ শুরু

আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনও শুরু হচ্ছে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আজ পহেলা ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেল ৩টায় মেলার উদ্বোধন করবেন। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী চার দিনব্যাপী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনেরও উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি থাকবেন সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেবেন সংস্কৃতি সচিব ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস। স্বাগত বক্তৃতা দেবেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। সভাপতিত্ব করবেন বাংলা একাডেমির সভাপতি প্রফেসর এমেরিটাস আনিসুজ্জামান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করবেন জার্মানির সাহিত্যিক হান্স হার্ডার, ফরাসি লেখক ফ্রাঁস ভট্টাচার্য, বেলজিয়ামের সাহিত্যিক ফাদার দ্যতিয়েন এবং ভারতের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য; গবেষক ও ভাষাবিদ ড. পবিত্র সরকার।

গ্রন্থমেলা ও সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৪ প্রদান করবেন। বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

প্রাণের মেলা অমর একুশে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসব কথা বলেন একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। এ সময় আরো বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি সচিব ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, মেলা পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ড. জালাল আহমেদ, পৃষ্ঠপোষক টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয় ও বিপণন) মো: শাহ আলম ও স্টেপ মিডিয়ার এম সালেহ বাদল।

শামসুজ্জামান খান বলেন, গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হবে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ এবং একাডেমি সম্মুখস্থ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। স্থান সংকুলানের অভাবে গতবছর থেকে মেলা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারণ করা হয়। মেলা আকর্ষণীয় ও আন্তর্জাতিক মানের করতে গতবারের তুলনায় এবার উদ্যানের প্রায় দ্বিগুণ স্থানে মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, গ্রন্থমেলা প্রাঙ্গণে গত বছর থেকে এ বছর পর্যন্ত প্রয়াত দেশের ১৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, কবি আবুল হোসেন, দার্শনিক সরদার ফজলুল করিম, ভাষাসংগ্রামী ও লেখক বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ইতিহাসবিদ সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, চিত্রশিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, শিক্ষাবিদ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সংগীতশিল্পী ফিরোজা বেগম, ভাষাসংগ্রামী আবদুল মতিন, জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন, সাংবাদিক এবিএম মূসা, শিশুসাহিত্যিক এখলাসউদ্দিন আহ্মদ, মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণাদায়ী গানের রচয়িতা গোবিন্দ হালদার, জীন বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম স্মরণে স্মৃতি-স্মারক স্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, এছাড়া ওয়াইফাই সুবিধা থাকবে মেলার উভয় অংশে।

গ্রন্থমেলায় ৩৫১টি প্রতিষ্ঠানকে ৫৬৫টি ইউনিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ৯২টি প্রতিষ্ঠান এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ২৫৯টি প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেয়া হয়। এছাড়া এবারই প্রথমবারের মতো বাংলা একাডেমিসহ মোট ১১টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে গ্রন্থমেলায় প্যাভিলিয়ন প্রদান করা হয়েছে।

আর্চওয়ে দিয়ে গ্রন্থমেলায় প্রবেশ করতে হবে উল্লেখ করে শামসুজ্জামান খান বলেন, মেলার সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, বিজিবি ও গোয়েন্দা সংস্থার নিরাপত্তাকর্মীবৃন্দ। পাশাপাশি নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার জন্য মেলা প্রাঙ্গণে থাকবে ৭৫টি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। মেলার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রবেশের একটি পথ এবং টিএসসি ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন দিয়ে মেলা থেকে বের হওয়ার দুটি পথ থাকবে। গ্রন্থমেলা সম্পূর্ণ পলিথিন ও ধূমপানমুক্ত থাকবে।

আরো জানানো হয়, স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরার সুবিধার্থে স্টলের সামনের চলাচল-পথে কমপক্ষে ২০ ফুট করে উন্মুক্ত স্থান রাখা হয়েছে। ঐতিহাসিক সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত স্বাধীনতা স্তম্ভ ও এর পার্শ্ববর্তী জলাধারকে নান্দনিকভাবে গ্রন্থমেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে যাতে স্বাধীনতার স্তম্ভের আলোক-বিচ্ছুরণে মেলা প্রাঙ্গণ আলোকিত হয়ে ওঠে। এছাড়া ইতিমধ্যে বাংলা বর্ণমালা ও ভাষা শহীদদের প্রতিকৃতি ও মহান ভাষা আন্দোলনের তথ্য সম্বলিত নানান স্মারকে মেলা প্রাঙ্গণকে একুশের চেতনায় সজ্জিত করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, গ্রন্থমেলা চলাকালে বাংলা একাডেমির ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সোমবার সকালের অধিবেশনে সৈয়দ শামসুল হক সাহিত্য সম্মেলনের 'ধারণাপত্র' উপস্থাপন করবেন। এছাড়া সৃষ্টিশীল সাহিত্যের তিনটি বিষয়ে তিন দিনব্যাপী দুটি করে অধিবেশনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত প্রথম অধিবেশন এবং বিকেল আড়াইটা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত দ্বিতীয় অধিবেশন হবে। প্রতিটি অধিবেশনই অনুষ্ঠিত হবে বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে।

সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ভারত, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, মালয়েশিয়া, ইকুয়েডরসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ৫০ জন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও সাহিত্য-সমালোচক অংশগ্রহণ করবেন।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৪টায় গ্রন্থমেলার মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে সেমিনার। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-সমকালীন প্রসঙ্গ এবং বিস্মৃতপ্রায় বিশিষ্ট বাঙালি মনীষার জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে এ সেমিনারে। এ ছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫ উপলক্ষে বাংলা একাডেমি শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন, সাধারণ জ্ঞান, আবৃত্তি এবং উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০১৫ উপলক্ষে বাণীতে বলেছেন, বাঙালির ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল বাংলা একাডেমি। ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই বাংলা একাডেমি প্রতিবছর অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন করছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এবছরও ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৫' বর্ণাঢ্য আয়োজনে পর্দা উন্মোচিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আরো আনন্দিত যে, এবছর গ্রন্থমেলার পাশাপাশি বাংলা একাডেমি ১ ফেব্রুয়ারি থেকে চার দিনব্যাপী 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন'-এর আয়োজন করতে যাচ্ছে।

আমি 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৫' ও 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন-২০১৫' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা' ও 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন-২০১৫' উপলক্ষে এক বাণীতে বলেছেন, প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলা একাডেমি ১ ফেব্রুয়ারি থেকে মাসব্যাপী 'অমর একুশে গ স্থমেলা' এবং ১৯৭৪ সালের পর এবারই প্রথমবারের মতো 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন-২০১৫' আয়োজন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ মহতি উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাই।

মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করা বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে রাজপথ রঞ্জিত করার অসামান্য আত্মত্যাগের মাধ্যমে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর-এর মতো বীর বাঙালি বিশ্বকে জানিয়ে দেয়- বাঙালি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না।

আমি বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন-২০১৫-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।